আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে ঈগল প্রতীকের মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে স্বতন্ত্র ঈগল প্রতীক প্রার্থী দিলীপকুমার আগরওয়ালার নির্বাচনি মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার দিকে উপজেলার মুন্সিগঞ্জ মদনবাবুর মোড় থেকে জেহালার হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত নির্বাচনি ঈগল প্রতীকের মিছিল করেন নেতা-কর্মীরা। মিছিলটি বাজারের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মদনবাবুর মোড়ে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পথসভায় নেতা-কর্মীরা বলেন, দিলীপকুমার আগরওয়ালা এ আসনের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে ভোটের মাঠে যুদ্ধ করছে। আমরা তাকে বিজয় করার জন্য মাঠে লড়ে যাচ্ছি। ইনশাল্লাহ বিজয় নিশ্চিত হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দোবেন্দ্র নাথ দোবে বাবু লাল, হিরা লাল, নবুল, জনি মেম্বার, আরিফুর রহমান নয়ন, লিটন চৌধুরী, লাভলু চৌধুরী, বিমান, তিতুমীর, হাসিবুল মেম্বার, সুমন, বাবন, আলমগীর, শামীম, আজিজ, ইলা মেম্বার, তুষার, মামুন, শান্তি, আরিফ, বাবু, সোহেল, মাসুদ, মুক্তার, রহিম, মজনু, রকিবুল, আ:রহিম, জ্বালাল প্রমূখ।

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে চোরাই মালামালসহ তিন যুবক আটক

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়িপুলিশের অভিযানে চোরাই শ্যালোমেশিনের ইঞ্জিন ও একটি ব্যাটারি চালিত পাখি ভ্যান উদ্ধার করেছে পুলিশ। এসময় চুরির ঘটনায় তিন যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

আজ বুধবার বেলা ১২ টার দিকে মুন্সিগঞ্জের স্টেশনপাড়া সংলগ্ন থেকে তাদের আটক করা হয়। পরে পুলিশ বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় তাদের বিরুদ্ধে চুরি সম্পৃক্ততায় একটি মামলা দায়ের করেছে।

আটকৃত যুবকেরা হলেন- উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের নতিডাঙ্গা গ্রামের মঙ্গল হোসেনের ছেলে সজিব (২০), মিনা ইসলামের ছেলে ইমরান (১৯) ও জেহালা ইউনিয়নের স্টেশনপাড়ার মৃত খলিল হোসেনের ছেলে মানিক হোসেন (২৪)। তারা সংঘবদ্ধ চোরচক্রের সদস্য হিসেবে এলাকায় পরিচিত।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানাযায়, উপজেলার মুন্সিগঞ্জ এলাকায় বিভিন্ন সময় নানান চুরির অভিযোগ ওঠে। এতে পুলিশ অভিযান চালালেও তারা ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে।

আজ বুধবার বেলা ১২ টার দিকে মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়িপুলিশের নিকট চোরাই মালামাল বিক্রয়ের গোপন সংবাদ পায় পুলিশ। এরই সূত্রে মুন্সিগঞ্জ স্টেশনপাড়া এলাকা থেকে তিন যুবককে আটক করে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে চোরাইকৃত শ্যালোমেশিনের ইঞ্জিন ও বহনকৃত ব্যাটারিচালিত পাখিভ্যান জব্দ করে। বুধবার দুপুরে মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়িপুলিশের আইসি ইউসুব আলী বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় চুরির মামলা করেন।

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে ৯০পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ ব্যবসায়ী আটক

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে ৯০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ এক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ। আজ বুধবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়িপুলিশ অভিযান চালিয়ে অঘোরনাথ মোড় থেকে তাকে আটক করে।

আটকৃত মাদক ব্যবসায়ী জেহালা ইউনিয়নের অঘোরনাথ-পাড়ার সাজ্জাদ শেখের ছেলে আব্বাস শেখ (২১)।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের অঘোরনাথ পাড়ার আব্বাস শেখ নামের এক যুবক দীর্ঘদিন যাবৎ মাদকদ্রব্য ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট বিক্রি করে আসছে। এমন অভিযোগে পুলিশি অভিযান চালিয়ে সে ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ক্যাম্পপুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালায়। অঘোরনাথ মোড় থেকে তাকে আটক করে। পরে তার শরীর তল্লাশী করে ৯০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে।
আজ বুধবার রাতে আলমডাঙ্গা থানায় তার বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করেছে পুলিশ।

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে গাঁজাসহ ৪ মাদক সেবী গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে তিন’শ গ্রাম গাঁজাসহ ৪ মাদক সেবীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার বিকেলে উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের পশুহাট-বেতবাড়িয়া সড়কের বালুর পুকুর নামক এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

আটককৃতরা হলেন- উপজেলা জেহালা ইউনিয়নের গড়াগড়ি গ্রামের শ্রী গোড়া চাঁদ পাত্রের ছেলে শ্রী রনি পাত্র (৩৫), সোনাতনপুর গ্রামের শ্রী মনোরঞ্জন বিশ্বাসের ছেলে শ্রী চিত্ত রঞ্জণ বিশ্বাস(৫২), এছাড়াও ডাউকি ইউনিয়নের বাদেমাজু গ্রামের কাজল আলীর ছেলে আশিক হাসান (২০), ডাউকি গ্রামের মৃত রজব আলীর ছেলে আব্দুল লতিফ (৪৫)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, উপজেলার বেতবাড়িয়া-পশুহাট সড়কে মাদক ব্যবসায়ী ও সেবীদের আনাগোনা বেড়েছে। ওই অঞ্চলে মাদক সেবনের জন্য ৪ জন অবস্থান করছে, এমন সংবাদ পায় পুলিশ। গতকাল বুধবার বিকেলে মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়িপুলিশের একদল টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক বিরোধী অভিযান চালায়। এসময় বালুর পুকুর নামক এলাকা থেকে ৪ জনকে সন্দেহজনক জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। তাদের শরীর তল্লাশী করে ৩’শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ সদস্যরা।

এ ঘটনায় মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ির আইসি পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) ইউসুফ আলি বাদী হয়ে গতকাল বুধবার রাতে তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করেন।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ৪ মাদক সেবীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।তাদের বিরুদ্ধে থানায় মাদক মামলা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট মামলায় তাদের জেল হাজতে পাঠানো হবে।

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে একাধিক ভুল চিকিৎসার অভিযোগ

আরিফুজ্জামান ফরজ। গ্রামের বাড়ি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ডিঙ্গেদহ। নব্বই দশকে তিনি গ্রামের স্কুল থেকে ৮ম শ্রেণী পাশ করেছেন। এরপর তিনি আলমডাঙ্গা মুন্সিগঞ্জ বাজারে এক দাঁতের ডাক্তারের সহকারী (পিয়ন) হিসেবে কয়েক বছর কাজ করেন।

তিনি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজেই মুন্সিগঞ্জ বাজারে মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল নামের একটি প্রতিষ্ঠান শুরু করেন। নিজের নামের সাথে ডি.এম.এফ ও ডি.ডি.সি যশোর ডেন্টিষ্ট যুক্ত করেছে। গত ২ দশকের উপরে এ নাম যুক্ত টাইটেল ব্যবহার করে মানুষের সাথে প্রতারণা করে আসছে। নিজেকে ডিগ্রি প্রাপ্ত ডাক্তার হিসেবেও পরিচয় দিয়ে থাকেন।

ভুয়া ডিগ্রি ধারী ডাক্তারের বিরুদ্ধে একাধিক ভুল চিকিৎসার অভিযোগ উঠেছে। ভুক্তভোগীরা আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিখিত অভিযোগ জানালেও প্রতিকার মেলেনি। পূণরায় ওই ডাক্তার প্রকাশ্যে নারী-পুরুষের চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছে।

ওই মেডিকেল ও ডেন্টালে অপারেশন থিয়েটার নোংরা আচ্ছিন্ন।সে নিজে ৮ম শ্রেণী পাশ হলেও দশম শ্রেণীর অদক্ষ সহকারী (পিয়ন) এর মাধ্যমে দাঁতের অপারেশন কার্যক্রম চালাচ্ছে। মহিলাদের জন্য নেই সহকারী (পিয়ন)। ছোট রুমে একাধিক বেড বিছানোর পাশাপাশি নেই ওয়াশ রুম।

অভিযোগকারী মুন্সিগঞ্জ এলাকার ব্যবসায়ী বলেন, গত ১ মাস পূর্বে উপজেলা নির্বাহি অফিসারের নিকট লিখিত অভিযোগ দিয়েছি। তিনি আরো বলেন – ভুয়া দাঁতের চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসা নিয়ে অনেক মানুষ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছে। তিনি অশিক্ষিত। দাঁতের পাশাপাশি নাক, কান, গলার চিকিৎসা দিয়ে থাকেন।

আরেক ভুক্তভোগী শাহাদাত হোসেন জানান, গত কয়েক মাস পূর্বে স্ত্রীর দাঁতের চিকিৎসা করায়।সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁত তুলে এখনো দাঁতের বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এবিষয় উপজেলা নির্বাহি অফিসারের নিকট লিখিত অভিযোগ দিয়েও প্রতিকার মেলেনি।

উপজেলা নির্বাহি অফিসার রনি আলম নুর জানান, লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে তলব করা হয়েছে। দাঁতের চিকিৎসা দেবার জন্য নিষেধ করা হয়েছে। পূণরায় চিকিৎসা দিলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।